টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

খাঁটি
উলের
নেইকো জুড়ি
শীতের পোষাক
আজই করি
প্রসিদ্ধ মিলের নানা রংএর নানা ধরণের
খাঁটি উলের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ।

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৮-শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 15th Dec. 1971 | ২৭শ সংখ্যা

ডাকাতি

গত ১০ই ডিসেম্বর গভীর রাত্রিতে জঙ্গিপুর বাবুবাজার নিবাসী শ্রীচিত্ত পালের বাড়ীতে কয়েকজন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হানা দেয়। তারা কয়েকটা বোমা ফাটাই ও গৃহস্বামীকে ছোরা দিয়ে আক্রমণ করে। চিত্তবাবু জখম হন। তাঁকে জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। দুষ্কৃতকারীরা নগদ টাকা ও জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। বাড়ীর লোকেদের অসহায় চীৎকারেও গৃহস্বামী কোন সাহায্য পান নি।

জরুরী সভা

১৫ই ডিসেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসকের আমন্ত্রণে তাঁহার অফিসে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহকুমা-শাসক বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার দরুণ নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অতি মুনাফা লাভের যে কোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও হুঁসিয়ার করে দেন। উপস্থিত সকলে সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সভায় বি, ডি, ও, ; এস, ডি, পি, ও, ; এস, ডি, আই ও প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুল

ভারত পাক সংঘর্ষে রাষ্ট্রপুঞ্জে চীন-আমেরিকার ভূমিকা সম্পর্কে কাতুখুড়োর মন্তব্য :

'আমেরিকা করে নিকা চীনা জুজুকে,
উলু দেয় ক্ষুদেরা বর-বধূকে।
খুবসুরতী পাক-বেগম—
ইমান দিয়ে ইমান পেয়ে
খুশ্ রহী হ্যায় হরদম।
আহা কি হেমন্ত-মিলন!'

* * *

যশোহর ক্যান্টনমেন্টে পিণ্ডির সৈন্যেরা বেপাত্তা।

—লড়াই ফৌত বলে কিছু মৌত ; কিছু ভাগল্‌বা ; কিছু ঢাকায় গা-ঢাকা দিয়েছে ইজ্জৎ বাঁচাতে।

* * *

'ঢাকার পতনে দেরী কেন?' প্রশ্ন

—অযাত্রা শূন্যকলস যশোর ক্যান্টনমেন্ট দেখে ঢাকার পথে পাড়ি দেওয়া হয়েছিল বলে।

* * *

খবরে প্রকাশ, ন্যাট বিমান দেখলেই পালাবার উপদেশ দিয়েছেন পাক-বৈমানিকপুঙ্গব।

—ভারতীয় ন্যাট বড় ল্যাঠা লাগায় যে! স্যাবার জেটকে বেধড়ক সাবার করছে না?

* * *

রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিক পর্যবেক্ষকদের নেতা জেনারেল টাসারা কাশ্মীর যুদ্ধ-বিরতি রেখার ভারতের দিকে আসতে চেয়েছিলেন ; জেনারেল ম্যানেকশ অনুমতি দেন নি। —খবর।

—জেনারেল টাসারার 'রা' (কথা) সাটা (সাঁটা=বন্ধ) হল ত! আমাদের জেনারেল ম্যান্‌একশ এক 'ম্যান,' (মানুষ) একশ।

নিষ্প্রদীপে ছিনতাইয়ের চেষ্টা

সাগরদীঘি ১৪ই ডিসেম্বর—গত ১৩ই ডিসেম্বর আজিমগঞ্জ—রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার সাগরদীঘি ষ্টেশনে থামলে শ্রীমতী পারুল সেনগুপ্তার কাছ থেকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত টাকা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রীমতী সেনগুপ্তা সতর্ক থাকায় তারা চলন্ত ট্রেণে চেপেই চম্পট দেয়। এখন ট্রেণ এবং প্ল্যাটফর্মে নিষ্প্রদীপের জন্য কোনরকম আলো না থাকায় ছিনতাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ মৃত বিবেক ও ভরাডুবি ॥

না, ধোপে টিকল না এবারেও। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে আমেরিকা ও চীনের যোগসাজসে এবং তাদের ন্যাংবোটগুলোর হাত-তোলা দিয়ে ভারত-বিরোধী যে প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট রাশিয়ার ভেটোর গুঁতোয় আবার তা কেঁচে গেল। ভারত যুদ্ধবাদ, ভারত আক্রমণকারী—পাকিস্তানী দোস্তদের এ বক্তব্য স্বীকৃতি পেল না। আবার মজাটা এই যে, **বাংলাদেশ**—এ বাস্তবসত্যও মহারথীরা মেনে নিতে অপারগ। পাক-ভারত যুদ্ধ; সেখানে 'বাংলাদেশ' কী কথা? তাবৎ মহারথীদের ভূগোলজ্ঞান নেই। 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।' তাই বাংলা-দেশে দীর্ঘ আট মাস ধরে পশ্চিমী পাকশাসকগোষ্ঠী যে বর্বরতার রোলার চালাল, তার কিছুই না জানার কথা ত বটে। অথচ আন্তর্জাতিক বিষয়ের নিষ্পত্তি এরাই করবার জন্যে সেজেগুজে বসে রয়েছে।

পাক-পেয়ারের দল জানতে চাইছে না একটা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে, লক্ষ লক্ষ প্রাণবধের নারকীয়তাকে তাদের অভিধান অন্যায় বলে না। যে জঙ্গীশাহী গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে পদদলিত করেছে, তারা এদের কাছে আজ সাধু, আর বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী মানুষ 'আজ চোর বটে'! রাষ্ট্র-পুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রগুলির দশচক্রে এই হীন মনোবৃত্তির লীলাখেলা চলছে। কিন্তু ভাবীকালের কোন নিরপেক্ষ বিশ্ব-ইতিহাস আমেরিকা, চীন এবং তাদের পোঁধরা ক্ষুদ-কাঙ্গালদের ক্ষমার চক্ষে দেখবে না। এখনকার এই মসীলিপ্ত অধ্যায়ের কলঙ্কিত নায়কদ্বয় চীন ও আমেরিকার ভূমিকায় তখনকার বিশ্বজন ঘৃণার থুথকার দেবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ মেনেছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে, স্বীকার করেছে সদস্যরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা। জলবিহীন কোন স্থান যতই গভীর ও বিশাল হোক, সমুদ্র নয়। তেমনি সংহত জনসমষ্টি ব্যতিরেকে একটি দেশ রাষ্ট্র হয় না। যে অংশের জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বিপন্ন বলে রাষ্ট্রপুঞ্জে তারস্বরে চীৎকার, সে অংশের জনসমষ্টি কোথায়? বাংলাদেশের জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পেতে চেয়েছেন বিপুল জনসমর্থনে। একে অস্বীকার করবে কে? সেই বাংলাদেশকে হত্যায় এবং বিতাড়নের দ্বারা জনশূন্য করে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার দোহাই পাড়া কতখানি মূর্খতা—তা সাধারণ বুদ্ধিতেও বোঝা যায় না। রাষ্ট্রপুঞ্জে যাঁরা পাকিস্তানকে সমর্থন করছেন, তাঁরা যে এটা বুঝতে পারছেন না তা নয়, বুঝেও বুঝতে চাইছেন না। জেগে ঘুমানর ঘুম ভাঙ্গান যায় না। একটা জাতি সুদীর্ঘ আট মাস ধরে মৃত্যুপণ করে চলেছে, আর এক জঙ্গীচক্র চালাচ্ছে মারণযজ্ঞ। ভৌগোলিক অখণ্ডতা মেনে নিতে হবে বলেই মুক্তির সংগ্রাম হল ধিক্কৃত! রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের অধিকাংশই এই পথের পথিক যেহেতু 'পাইওনিয়ার' আমেরিকা ও চীন। সুদূর অতীতে আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার দোহাইয়ে বানচাল হয় নি; চীনের গণবিপ্লব চীনের ভৌগোলিক অখণ্ডতার অজুহাতে পঙ্গু হয়ে যায় নি; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বিপন্ন বলে গণ্য হয় নি। তাহলে কি বলতে হবে যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পেয়ে চীন ও আমেরিকা এ আদর্শকে মেনে নেবে না? এইখানে প্রশ্ন এল স্বার্থের। হায়, গণতন্ত্র সমর্থক মানবিক-অধিকারবিশ্বাসী মুখোশধারীর দল! যেখানে চলেছে ব্যাপক গণ-দুর্দশা নির্বিচার হত্যায় ও দেশত্যাগে, সেখানেও ভৌগোলিক সত্তার নীতি যুক্তিগ্রাহ্য হয় কিভাবে আমরা বুঝি না। সদস্য-রাষ্ট্রগুলি বাংলাদেশ সমস্যাকে স্ব স্ব জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে দেখছেন; সর্বোপরি আছে চীন-আমেরিকার প্রভাব। তাই এক বিরাট জনসমষ্টির দাবীকে দাবিয়ে রেখে এ 'ইস্যু'র নাম পাক-ভারত যুদ্ধ এবং সেই কারণে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাশ হল। অবশ্য যে যে সদস্যরাষ্ট্র বাংলাদেশের ঘটনাকে অভিনব জাতীয় অভ্যুত্থান এবং বৃহত্তম মুক্তি আন্দোলন বলে মনে করেন, তাঁরা আপন বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এই গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যায় নি। বরং এই মুক্তি সংগ্রামকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন।

লড়াই চলেছে বাংলাদেশে আর ভারতের পশ্চিম রণাঙ্গনে। আমাদের বীর জওয়ানেরা যে ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়ছেন, তার তুলনা নাই। ভারতীয় বিমান-নৌ-স্থল বাহিনীর অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় প্রত্যেক রণাঙ্গনে মিলেছে। চীন-আমেরিকার বাক্যতুবড়ির জবাবে ভারত তার সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেছে। এক কোটি শরণার্থীর চাপ ভারতকে যে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, তার জন্যে বিশ্বের প্রতি রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানান হয়েছিল। তখন সকলে 'দেখব না-শুনব না-বলব না' নীতি অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য ভারত যখন ব্যবস্থা গ্রহণ করল, তখনই সবাই তৎপর হলেন। পাকবাহিনী মারের পর মার খাচ্ছে; পাক পেয়ারের দল আর স্থির থাকতে পারেন? মানবতার দোহাই পাড়ছেন; যুদ্ধবিরতি চাইছেন। পাকিস্তানকে সমরোপকরণ দিয়ে চলেছে আমেরিকা ও চীন। হালফ্যাশানী চালে সৌদী আরব ও তুরস্ক এ দিক দিয়ে নাম কিনে ফেলেছে। পরমাণুচালিত মার্কিণ রণতরীর বহর সিংগাপুরে নাকি নির্দেশের অপেক্ষা করছে। হুমকি দিয়ে এখন ভারতকে নিবৃত্ত করা যাবে না। যুদ্ধ ঘোষণা ভারত করে নি, পাকিস্তানই আগ বাড়িয়ে এসেছিল। ভারত যুদ্ধে নেমেছে বাধ্য হয়ে—একধারে ভারতভূখণ্ডকে রক্ষা করা ও আত্মরক্ষার জন্যে, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক তথা মানবিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার এবং মনুষ্যত্বের আদর্শ, ন্যায় ও শান্তি বজায় রাখার দায়িত্বে।

প্রসঙ্গতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার ভূমিকার কথা এসে যায়। সোভিয়েট রাশিয়া ভারত-পাক সংঘর্ষে ভারতকে দায়ী করার জন্য চীন-মার্কিণ চক্রান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন, হুঁশিয়ারও করেছেন। বাংলাদেশ এখন অতিবাস্তব সত্য; একে বাদ দিয়ে কিছু ভাবা ভুল। রাষ্ট্রপুঞ্জে চীন-মার্কিন চক্রান্তকে রাশিয়া বানচাল করেছেন। পাকিস্তানের সামান্য

—৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

এ চ্যালেঞ্জ আমরা রুখবই

—জাতির এই চরম সঙ্কটে, আসুন আমরা
আমাদের পবিত্র কর্ত্তব্য পালন করি ॥

আপনি কৃষক বা মজদুর, শিক্ষক বা ব্যবসায়ী, ছাত্র অথবা যে কেউই হন না কেন; আপনার একমাত্র পরিচয় হল আপনি ভারতবাসী। বলুন আপনি ভারতবাসী, ভারতকে রক্ষা করা আপনার একমাত্র পবিত্র কর্ত্তব্য। ভারতের মঙ্গলই আপনার মঙ্গল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলুন ঃ-

+ আমরা খাদ্য দ্রব্য মজুত করব না এবং করতে দেব না।
+ দ্রব্য মুল্য বৃদ্ধি আমরা শান্তিপূর্ণ অথচ দৃঢ়তা সহকারে প্রতিরোধ করব।
+ গুজব ছড়াব না এবং গুজবে কান দেব না।
+ আতঙ্কিত হব না এবং আতঙ্কগ্রস্ত করব না।
+ ক্ষেতে কারখানায় অফিসে নিজের নিজের কাজ চালিয়ে যাব। উৎপাদন বাড়াব।
+ স্বাভাবিক জীবন যাত্রা চালাতে জেলা এবং মহকুমা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করব।
+ নিজের নিজের এলাকায় শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখব।
+ অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের নিয়ম কানুন সম্পূর্ণ মেনে চলব।
+ শান্ত সংযত অথচ দৃঢ় থাকব ॥

জয় আমাদের হ'বেই—কারণ আমাদের পদক্ষেপ ন্যায়ের পথে ॥

মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের আদেশে, তথ্য এবং জনসংযোগ অফিস বহরমপুর হইতে নিবেদিত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাজস্ব পর্ষদ ১৯৭১ সনের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধনী) আইন অনুসারে ৭এ ফর্ম্মে প্রদেয় রিটার্ণ

নূতন "সিলিং" এর অতিরিক্ত কৃষিজমির মালিক প্রত্যেক রায়তকে নির্দিষ্ট ফরমে "সিলিং" এর মধ্যে তিনি কোন্ জমি রাখিতেছেন এবং "সিলিং" এর অতিরিক্ত কোন্ জমি সরকারে ন্যস্ত হইতেছে তাহার বিশদ বিবরণ দিয়া রিটার্ণ দাখিল করার শেষ তারিখ ছিল ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭১ সাল। ইতিমধ্যে অনেক জেলায় প্রবল বন্যা হওয়ায় বহু ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উক্ত সময়-সীমা বর্দ্ধিত করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। সরকার সমস্ত বিষয় পুনর্বিবেচনা করিয়া রিটার্ণ দাখিল করার সময় আগামী ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

সরকার ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রিটার্ণ দাখিল করিবার সময় ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ এর পর আর কোনমতেই বর্দ্ধিত করা হইবে না। ইহাও জ্ঞাত করা যাইতেছে যে রিটার্ণ না দেওয়া অথবা ইচ্ছাকৃত ভুল বা অসম্পূর্ণ রিটার্ণ দাখিল করা দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এজন্য ১০০০৲ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে রিটার্ণ দাখিল না করা হইলে সরকার আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৯৭১ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যে এলাকায় আপনার জমি অথবা বেশীর ভাগ জমি আছে সেই এলাকার সাবডিভিসন্যাল ল্যাণ্ড রিফরমস্ অফিসারের নিকট নির্দিষ্ট ফরমে তিন কপি রিটার্ণ দাখিল করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার (তথ্য ও জনসংযোগ) ৪৫৫২, ১৯৭১

নির্বাচক নিবন্ধন নিয়মাবলী, ১৯৬০

নিদর্শ-১৬

[২২ (১) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

নির্বাচক তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশ সম্পর্কে নোটিশ।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ৪৬ ফারাক্কা বিধানসভা, ৪৭ সুতী বিধানসভা, ৪৮ জঙ্গীপুর বিধানসভা এবং ৪৯ সাগরদীঘি বিধানসভার নির্বাচন ক্ষেত্রের খসড়া নির্বাচক তালিকার সংশোধন সূচী নির্বাচক নিবন্ধন নিয়মাবলী, ১৯৬০ অনুসারে প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহা আমার অফিসে ও সংশ্লিষ্ট বি, ডি, ও-র অফিসে পরিদর্শনের জন্য আগামী ১৪-১-৭২ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে।

সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল
নির্বাচনিক নিবন্ধন আধিকারিক
ও
মহকুমা-শাসক, জঙ্গীপুর

তাং ১৫-১২-৭১

WANTED immediately one Science or Arts Hons. Graduate Lady teacher (any subject) in deputation vacancy. Apply to the Secretary, Raghunathganj Girls' H. S. School by 1. 1. 72.

সম্পাদকীয়
২য় পৃষ্ঠার পর

সৌজন্যবোধটুকুও নেই। থাকলে করাচি বিমানবন্দরে কিছু রুশ নাগরিকদের প্রতি অভদ্রতাপ্রদর্শন হত না। কুয়েত সরকার পিণ্ডিশাহীর বর্তমান মতিগতির তীব্র সমালোচনা করেছেন; আফগানিস্থান বাংলা-দেশের বিপন্ন নরনারীর প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন। তবু পাকিস্তানের প্রতি চীন ও আমেরিকার দরদ মানবতাবোধ ও নীতিবোধের এক বিরাট অপমৃত্যু ছাড়া আর কী?

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা,
প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

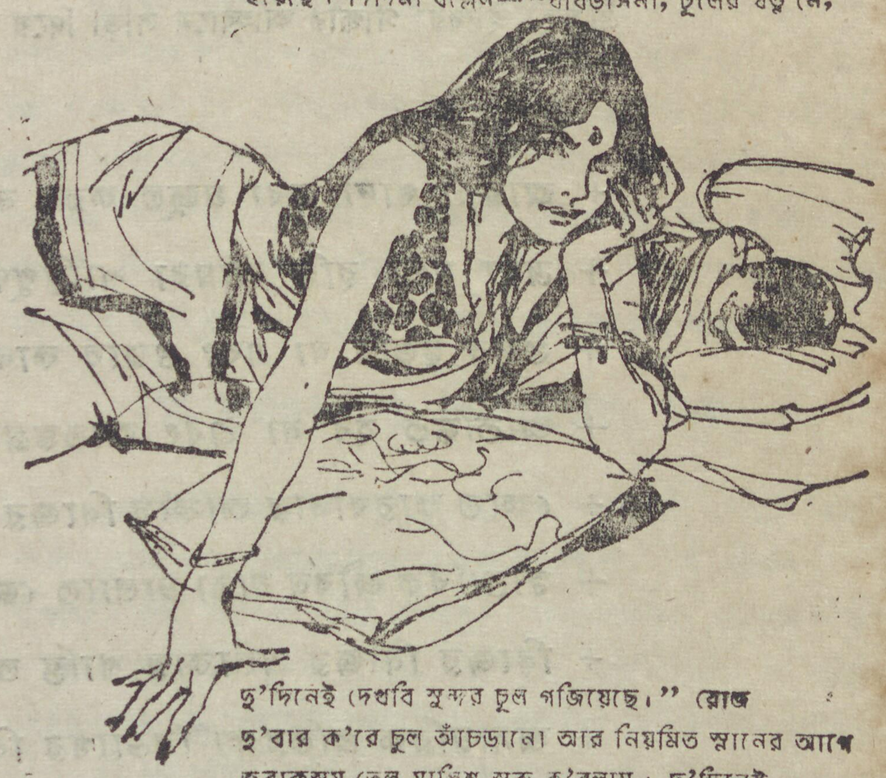

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।